মেহেরপুরে তামাক চাষীদের নাটকীয় অনশনের নেপথ্যে তামাক কোম্পানি

মেহেরপুরে দেশীয় তামাক চাষী কল্যাণ সমিতির অনশনের নেপথ্যে আবুল খায়ের টোব্যাকো কেম্পানী। তামাক কোম্পানী নিজেদের অনুগত কিছু চাষীদের নিয়ে ব্যানার তৈরি করে এ সকল অনশন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন তামাক নিয়ন্ত্রণে বদ্ধ পরিকর ঠিক সেরকমই সময়ে প্রধানমন্ত্রী ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ছবি ব্যবহার করে এ কর্মসূচি করছে তামাক কোম্পানি।

গতকাল মঙ্গলবার (০৯ মার্চ) সকাল সাড়ে দশটায় মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সামনে এরকমই একটি অনশনের আয়োজন করা হয়। তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত সংগঠনের প্রতিনিধিরা বলছেন, কৌশলে অনশন নাটক সাজিয়ে তামাক চাষের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। যা তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে চরমভাবে ব্যাহত করবে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, অনশনের ব্যানার ফেস্টুন ও ডেকোরেশন করে দিয়েছে আবুল খায়ের টোব্যাকো। এই নাটকীয় অনশন ভঙ্গ করতে ব্যবহার করা হয়েছে জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের। যারা তামাক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সেভাবে অবগত না হয়েই কোম্পানির ফাঁদে পড়েছেন বলে মনে করছেন অনেকে।

অনশন শুরুর আগ থেকে শেষ পর্যন্ত আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ স্থানীয় প্রতিনিধিদের সরব উপস্থিতি ছিলো। দেশীয় তামাক চাষী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক এনামুল হক সেন্টু একজন তামাক ব্যবসায়ী; এছাড়াও অনশনরত প্রায় সকলেই আবুল খায়ের টোব্যাকোর নিবন্ধিত তামাক চাষী।

আবুল খায়ের টোব্যাকোর ফিল্ড অফিসার গাংনী উপজেলার আকুবপুর গ্রামের মহিবুল ইসলাম অনশনস্থলে চাষী সেজে বসে তদারকি করছিলেন বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত চাষীদের। আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানির প্রতিনিধি ও তামাক চাষীদের অনুরোধে আনশনরত চাষীদের অনশন ভঙ্গ করাতে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক এবং গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ

আলী সেখানে গিয়েছিলেন।

এ সময় কোম্পানির প্রতিনিধিদের দেওয়া জুস ও পানি দিয়ে চাষীদের অনশন ভঙ্গ করান তাঁরা। শেষে চাষীদের সকলের জন্য প্যাকেট খাবার ও পানি সরবরাহও করা হয়েছে এ কোম্পানি কর্তৃক।

তামাক চাষীদের অনশন ভাঙ্গানোর বিষয়ে জানতে চাইলে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক জানান, আবুল খায়ের টোব্যাকোর লোকজন ও চাষীরাও ফোন দিয়েছিলো তাই গিয়েছিলাম।

ব্যানারে আয়োজক সংগঠন হিসেবে অনশনরত দেশীয় তামাক চাষী কল্যাণ সমিতির মেহেরপুর সভাপতি আলমগীর হোসেন সেন্টুর কাছে জানতে চাওয়া হয় তাদের দবিগুলো কী কী? প্রশ্নের জবাবে তিনি আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানির দেওয়া লিফলেট দেখে দাবির কথাগুলো বলেন। তাদের কারও কোন কোম্পানির কার্ড নেই তাই তারা অনশন করছেন বলেও দাবি করেন তিনি। অথচ তাদের বেশিরভাগই আবুল খয়ের টোব্যাকো কোম্পানির নিবন্ধিত চাষী।

আয়োজক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এনামুল হক সেন্টু, বলেন বিদেশী কোম্পানি বিএটিবি আমাদের তামাক কিনে না তাই আমরা সাধারণ তামাক চাষী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি। দেশীয় তামাক কোম্পানি রক্ষা করার জন্য দেশীয় কোম্পানির উপর কর কমাতে হবে। এবং বিদেশী তামাক কোম্পানির উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করার দাবি তাদের।

তামাক চাষে নিরুৎসাহিত এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যখন নানা কাজ করে চলেজে এর মধ্যে চাষীদের নিয়ে এমন একটি অনশন কেন? এমন প্রশ্ন করলেও কোন উত্তর না দিয়ে অনুষ্ঠানস্থল থেকে সটকে পড়েন কোম্পানির বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি।

গাংনীতে স্বামীর ক্ষুরে স্ত্রী আর স্ত্রীর ইটের আঘাতে স্বামী

জখম

স্ত্রী রোজিনাকে ক্ষুর দিয়ে জবাই করে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছে স্বামী সাইফুল। আর জীবন বাঁচাতে ইট দিয়ে আঘাত করে স্বামী সাইফুলের মাথা ফাটিয়েছে স্ত্রী রোজিনা। দুজনই এখন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধিন। রোজিনার দাবী, স্বামী সাইফুল মাদক সেবী আর সাইফুল বলেছে স্ত্রী রোজিনা পরোকীয়ায় লিপ্ত। এ কারনেই দুজনের বিবাদ। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার গভীর রাতে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার দেবীপুর গ্রামের।

আহত স্ত্রী রোজিনা খাতুন জানান, স্বামী সাইফুল ইসলাম মাদক সেবী। সে বিভিন্ন সময়ে অত্যাচার করতো। ২০২০ সালের প্রথমে সে সাইফুলকে তালাক দিয়ে বাপের বাড়িতে বসবাস করছিল। আট মাস আগে রোজিনার ঘরের সিদ কেটে ঘরে ঢুকে রোজিনাকে মারধর করে ও তার বাড়িতে নিয়ে আসতে চাই। টের পেয়ে গ্রামের লোকজন সালিশ করে দুজনকে আবারও বিয়ে দিয়ে দেন এবং রোজিনার বাবার বাড়িতে থাকার বন্দোবস্ত করেন।

সম্প্রতি আবারো নেশা করে রোজিনাকে মারধর করে। গত সোমবার রাতে রোজিনাকে ধারালো ক্ষুর দিয়ে জবাই করার চেষ্টা করে। এতে তার হাত জখম হয়। রোজিনার চিৎকারে বাড়ির লোকজন এগিয়ে এসে রোজিনাকে উদ্ধার করে। এসময় রোজিনার ইটের আঘতে স্বামী সাইফুলের মাথা ফেটে যায়। রোজিনাকে গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করার পর সাইফুলকে বেধড়ক মারপিট করা হয়। সংবাদ পেয়ে বামন্দী ক্যাম্প পুলিশের একটি টীম সাইফুলকে উদ্ধার করে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রেরণ করে।

এদিকে সাইফুল হোসেনের মামা আব্দুস সালাম জানান, রোজিনা প্রবাসি এক ছেলের সাথে পরোকীয়াতে জড়িয়ে পড়েছে। এতে বারণ করায় রোজিনা ও তার বাড়ির লোকজন সাইফুলকে নির্যাতন করে মুখে বিষ ঢেলে দেয়।

বর্তমানে দুজনই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পাশাপাশি ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছেন এবং শঙ্কামুক্ত।

গাংনীা তেরাইল গ্রামে অবৈধ ভাবে চলছে জামাই শাশুড়ির পঙ্গু চিকিৎসালয়

মেহেরপুরের গাংনীর তেরাইল গ্রামে গোপনে গড়ে তোলা হয়েছে পঙ্গু চিকিৎসালয়। নিয়মিত রোগি ভর্তি করে চিকিৎসা দিচ্ছেন এক অশিক্ষিত যুবক ও তার শাশুড়ি । এতে প্রতারিত হচ্ছেন এলাকার নিরীহ মানুষ। বিশেষজ্ঞদের মতে , এটা কোন চিকিৎসা নয় বরং প্রতারণার ফাঁদ।

গাংনীর তেরাইল বাজারের ৫০০ গজ দূরে কৃষক বকুলের বাড়ি। বাড়ির পাশেই একটি টিনের খুপড়ি ঘর। দেখে বোঝার উপায় নেই এটি বসত বাড়ি নাকি কোন গুদাম। নেই কোন সাইনবোর্ড। অথচ এ খুপড়ি ঘরেই অন্ততঃ দেড় বছর ধরেই চলছে জামাই সাজিত ও শাশুড়ি মর্জিনার পঙ্গু চিকিৎসালয়। এর ভিতরে বয়েছে রোগীদের বিছানা। ভর্তি রয়েছেন বেশ কজন পঙ্গু রোগী। ইট , বাশেঁর চটা , গাছের শেকড় বাকড় আর তেল দিয়েই চলছে রোগীদের চিকিৎসা। পুথীগত বিদ্যা নেই তাদের। বাপ দাদার দেখা দেখিতে তারা কথিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।
গ্রামের গরীব অসহায় ও নীরিহ লোকজনদেরকে টার্গেট করে দালালরা কমিশনের ভিত্তিতে রোগীদের নিয়ে আসে এখানে। স্বল্প খরচে আরোগ্য লাভের আশায় অনেকেই ছুটছেন চিকিৎসা নিতে। অনুমোদনহীণ এ চিকিৎসা কেন্দ্রে ভর্তি ফিস একহাজার টাকা। পরে নেয়া হবে ১২ হাজার টাকা থেকে ১৫ হাজার টাকা। তবে কেউ আরোগ্য লাভ করেছেন কিনা তার খোঁজ মেলেনি। আর এলাকাবাসিও কোন কথা বলতে চান নি।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের গরুড়া গ্রামের কাজিমদ্দীন জানান , মাস তিনেক আগে গাছ থেকে পড়ে গিয়ে কোমরের কাছ থেকে বাম দিকের অংশ ভেঙ্গে যায়। লোক মারফত খবর পেয়ে আর স্বল্প টাকায় চিকিৎসা পাবার আশায় তারা ভর্তি হয়েছেন সেখানে। ভর্তি খরচ হিসেবে এক হাজার টাকা আর রোগ উপসমের পর ১২ হাজার টাকা থেকে ১৫ হাজার টাকা নেয়া হবে। চিকিৎসা নেবার পর কেমন বোধ করছেন সে ব্যাপারে কোন জবাব মেলেনি। একই ভাবে চিকিৎসা নিতে আসা গাংনীর হাড়াভাঙ্গা গ্রামের গৃহবধু শেফালী। তার ১০ দিন আগে পা পিছলে পড়ে পা ভেঙ্গেছে। কাজিমদ্দীন ও শেফালীর মতো ভর্তি রয়েছেন আরো ৬ জন। বাত ব্যাথা ও প্যালালাইজ্ড রোগীর চিকিৎসা চলছে নিজ নিজ বাড়িতে। বাশবাড়িয়া গ্রামের রিপন আলী জানান , তার এক বন্ধুর দেয়া খোঁজে এখানে ভর্তি হয়েছেন। ভর্তি ফি

বাবদ দেয়া হয়েছে এক হাজার টাকা। পরে রোগমুক্তি হলে খুশি করতে হবে জামাই শাশুড়িকে। সরেজমিনে চিকিৎসা দেবার বিষয়টি দেখতে গেলে চতুরতার সাথে পালিয়ে যায় কথিত চিকিৎসক সাজিদ। তিনি মোবাইলে জানান, আমি মানুষের উপকার করার চেষ্টা করছি। আপনারা আমাকে মানুষের উপকার করতে বাধাগ্রস্থ করছেন। সময় হলে সাক্ষাতে কথা হবে।

চিকিৎসকের শাশুড়ি মর্জিনা জানান, দেড় বছর যাবত এখানে লোকজন চিকিৎসা নেন। উপকার পায় বিধায় লোকজন আসে। জামাতা সাজিত লেখাপড়া জানেনা তার পরও বাপ দাদার দেখা দেখিতে চিতিৎসা শিখেছে। নাটোর জেলাতেও তাদের এ ধরণের চিকিৎসালয় আছে বলেও স্বীকার করেন তিনি। সনাতন পদ্ধতির এ চিকিৎসায় অনেকের জীবন বিপন্ন হতে পারে এবং এ ধরণের চিকিৎসার সরকারী কোন অনুমোদন নেই। এ ব্যাপারে তার কিছুই জানা নেই বলে জানান মর্জিনা।

হাড়জোড় বিশেষজ্ঞ আলাউদ্দীন আল আজাদ এধরণের কাজ কোন চিকিৎসা নয়। এটা এক ধরণের প্রতারণা। অনেকেই এদের প্রতারণার স্বীকার হয়ে ফিরে আসেন। অনেক সময় জটিল আকার ধারণ করায় আর কিছুই করার থাকে না বলে জানিয়েছেন এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। আধুনিক চিকিৎসা জগতে এটি বেমানান আর ঝুঁকিপুর্ণ বলেও জানান তিনি।

মেহেরপুর ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন অলোক কুমার দাস জানান, এ ধরনের চিকিৎসা চলছে তা জানা নেই। বিষয়টি অত্যন্ত ঝঝুকিপূর্ণ তাই তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হ

মেহেরপুরে ড. সাইদুর রহমান স্বরণসভা অনুষ্ঠিত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সভাপতি মেহেরপুরের কৃতি সন্তান ড. সাইদুর রহমান এর স্বরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকালে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এ স্বরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

ড. সাইদুর রহমান এর স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য দেন, ড. সাইদুর রহমান

স্বরণসভা কমিটির আহবায়ক মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু, বঙ্গবন্ধু পরিষদের মেহেরপুর জেলার সভাপতি মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যাপক হাসানুজ্জামান মালেক,

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মাহবুবুর রহমান, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. শেখ মোহাম্মদ রেজাউল করিম, ড. রবিউল হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক ইয়াসমিন আরা সাথী, বায়োলজিকাল এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার বিভাগের অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম,

বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তপন কুমার রায়, ওয়ান বাংলাদেশ মেহেরপুর শাখার সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান সজল, ড. সাইদুর রহমান স্বরণসভা কমিটির সদস্য সচিব সিনিয়র সাংবাদিক তোজাম্মেল আযম, সদস্য শিক্ষক ও লেখক শাশ্বত নিপ্পন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মইনুল ইসলাম।

ড. সাইদুর রহমান এর ভাই হাফিজুর রহমান, বোন রোজি, ভাইয়ের মেয়ে আদৃতা নির্মিতা সঙ্গা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী, মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীসহ মেহেরপুরের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

স্বরণসভা অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ড.সাইদুর রহমান স্বরণসভা কমিটির সদস্য জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক মাহাবুব চান্দু।

ইউনাইটেড মেহেরপুর ফাউন্ডেশনের সাথে গাংনীর সেচ্ছাসেবীদের মতবিনিময় সভা

ইউনাইটেড মেহেরপুর ফাউন্ডেশনের সাথে গাংনীর সেচ্ছাসেবীদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকালে গাংনী আমিন ফুড ভিলেজে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী দের নিয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

হয়।

সভায় ইউনাইটেড মেহেরপুর ফাউন্ডেশন এর মডারেটর বিপুল জাহিদ এর নেতৃত্বে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন মুলক কর্মকান্ড নিয়ে আলোচনা হয়।

সভায় উপস্থিতি ছিলেন, ছিলেন ইউনাইটেড মেহেরপুর ফাউন্ডেশন এর এডমিন শিশির অরুপ, ইয়েস টু ইয়ুথ এর প্রধান আল নাহিয়ান সিদ্দিকী, কিশোরের ডাক এর প্রধান আব্দুল্লাহ আল নোমান, গাংনী ব্লাড ব্যাংক সোসাইটির প্রধান সাজ্জাদ হোসেন সুমন, ২১ শে ব্লাড ব্যাংক এর প্রধান আবুল বাসার, গাংনী শহরের প্রিয় মুখ মখলেচুর রহমান স্বপন।

এটাই ইউনাইটেড মেহেরপুর ফাউন্ডেশন এর আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রথম মিটিং। বুধবার সকালে পূর্ব ঘোষিত দুই জন মেম্বার কে তাদের শুভেচ্ছা উপহার পৌছিয়ে দেওয়া হবে সভায় সিদ্ধান্ত হয়।

মেহেরপুরে বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা এসডিজি ৪.৭ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে এসডিজি-৪ স্থানীয়করণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা (এসডিজি ৪.৭) বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে আমঝুপি মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর হলরুমে হলরুমে মউক ও গণস্বাক্ষরতা অভিযান এর উদ্যোগে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। মউক এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিমের সভাপতিত্বে কর্মশালায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণস্বাক্ষরতা অভিযান এর উপ-পরিচালক কে এম এনামুল হক, উপ কার্যক্রম ব্যবস্থাপক আব্দুর রউফ, ইঞ্জিনিয়ার এম জাহিদ হোসেন প্রমুখ। দিনব্যাপী চলমান কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন এলাকার ২৬জন

তরুণ-তরুণীর অংশগ্রহণ করে।

মেহেরপুরে মাদক মামলার পালাতোক আসামী গ্রেফতার

মেহেরপুর সদরে মাদক মামলার পালাতোক আসামী জাহিদ হাসান (১৯) কে আটক করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর পৌরসভার ৪ নম্বর ওর্যাড গার্লস স্কুল পাড়া থেকে তাকে আটক করা হয়।জেলা গোয়েন্দা পুলিশের এসআই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। আটক জাহিদ হাসান একই পাড়ার মোসলেম আলীর ছেলে।

জেলা গোয়েন্দা বিভাগের ওসি বিষটি নিশ্চিত করে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর থেকে মাদক মামলার পালাতোক আসামী জাহিদ হাসান কে আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর থানায় মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা আছে যার নাম্বর ছয়।

মেহেরপুরে তামাক চাষিদের ১৫ টি দাবি আদায়ে অনশন

বিদেশি কোম্পানির আগ্রাসন থেকে দেশীয় তামাক শিল্পের অস্তিত্ব রক্ষা ও চাষিদের সুরক্ষাসহ তামাকের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য অনশন কর্মসূচি পালন করেছেন জেলার তামাক চাষিরা।

মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর জেলার শতাধিক তামাক চাষি দেশীয় তামাক চাষি কল্যাণ সমিতির ব্যানারে অনির্ধারিত সময়ের জন্য অনশনে বসেছে।

অনশনে অংশ নেওয়া রামদাসপুর গ্রাম থেকে আসা তামাক চাষি আলমগীর ও মেহেরপুর গাংনী উপজেলা থেকে আসা হাফিজুর রহমান জানান, আমরা গরিব চাষী আজকে আমরা তামাক চাষ করতে পারছি না। কেননা আমরা তামাক চাষ করার পর সেটা ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করতে পারেনা। দেশে বর্তমানে শুধু দুটি বিদেশি কোম্পানি এবং কয়েকটি দেশীয় কোম্পানি তামাক ক্রয় করে কিন্তু আজ থেকে ১০ বছর আগেও আমরা প্রায় ২৫ থেকে ৩০ টি শতভাগ দেশীয় মালিকানাধীন কোম্পানির কাছে ন্যায্য মূল্যে তামাক বিক্রয় করতাম।

এসকল শতভাগ দেশীয় মালিকানাধীন কোম্পানি নিম্নমানের সিগারেট বানাতো এবং আমরা তাদের জন্য তামাক উৎপাদন করে দিতাম। বিদেশি সিগারেট কোম্পানি শুধুমাত্র উচ্চমানের সিগারেট বানাত, তাই আমাদের তামাকপাতা দেশীয় কোম্পানির কাছে বিক্রি করতাম। কিন্তু এখন আমরা জেনেছি এই বিদেশী কোম্পানী বিশেষত বিএটি নিম্নমানের সিগারেট উৎপাদন করে পুরো বাজার দখল করে নিয়েছে, তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করে শতভাগ দেশীয় মালিকানাধীন কোম্পানিগুলো পেরে উঠছে না। আস্তে আস্তে বাজার হারাতে হারাতে দেশেও মালিকানাধীন কোম্পানিগুলো আর নেই বলতে গেলে চলে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা তেতুলবাড়িয়া গ্রাম থেকে আসা তামক চাষি আলমগীর হোসেন আরও বলেন, আমাদের দেশের মাটি উর্বর, আমরা কৃষি কাজ করে দু মুঠো ভাত খেতে চাই তাই আমাদের কৃষি কাজে ফিরে যাওযার জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আকুল অনুরোখ করবো আপনি শতভাগ মালিকানাধীন কোম্পানীগুলোকে বাঁচানোর জন্য যে নীতিমালা দিয়েছেন তা বাস্তবায়ন করুন।

এসময় তিনারা আরও জানান, ১৫ টি দাবি আদায়ে লক্ষে যতক্ষণ পর্যন্ত সকরারের পক্ষথেকে কোনো প্রতিনিধি না আসবে ততখোন পর্যন্ত অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য অনশনে বসে থাকবো।

অনশন চলাকালে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর দেশীয় তামাক চাষি কল্যান সমিতির সভাপতি আলমগীর হোসেন রিন্টু,সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান, আলমগীর হোসেন প্রমুখ।

মুজিবনগরে মার্চের বিভিন্ন দিবস পালনে প্রস্তুতি সভা

মেহেরপুরের ঐতিহাসিক মুজিবনগরে ১৭ ই মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর জন্মশতবার্ষকী ও জাতীয় শিশু দিবস, ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস এবং ২৬ই মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা করেছে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন।

মঙ্গলবার সকালে উপজেলা পরিষদ হল রুমে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের সভাপতিত্বে প্রস্তুতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় উপস্হিত ছিলেন মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল হাশেম, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা,মুজিবনগর উপজেলা কৃষি অফিসার আনিছুজ্জামান খান,উপজেলা প্রকৌশলী শাহিন আক্তার, উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: মোহা: মজিবুর রহমান, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তাজুল ইসলাম,সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুর রব,কেদারগন্জ বাজার কমিটির সভাপতি কুতুবউদ্দীন মল্লিকসহ মুক্তিযোদ্ধা, উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধি, সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও সেচ্ছাসেবি সংগঠনের প্রতিনিধিগন উপস্হিত ছিলেন।আলোচনা সভায় ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষকী ও মুজিববর্ষ বর্নাঢ়্য ভাবে পালনে করণীয় ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান সূচি নিয়ে আলোচনা এবং ২৫ শে মার্চ গনহত্যা দিবস পালন ও ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা
দিবস পালনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সূচি নিয়ে আলোচনা এবং অনুষ্ঠান পালনে কিছু সিন্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

মেহেরপুরের গাংনীতে ভ্রাম্যমান

আদালতের জরিমানা, ধরা ছোঁয়ার বাইরে মূল অপরাধীরা

মেহেরপুরের গাংনীতে অবৈধভাবে মাটি উত্তোলনকারীর ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত। তবে ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছে মূল অপরাধীরা। সোমবার দুপুরে এ জরিমানা করা হয়।
গাংনী উপজেলার হিন্দা বিল পাড়ার কাজলা নদীর পাশে অবৈধভাবে মাটি উত্তোলন করছে এমন অভিযোগে অভিযান পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কমিশনার (ভূমি) নূরে আলম সিদ্দিকী। এ সময় মাটি উত্তোলনকারী ভেকুর চালক সাইফুল ইসলামকে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থানা আইন ২০১০ এর ৫ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সাইফুল ইসলাম লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা থানার নিকোশিন্দাপুর গ্রামের আমিনুর রহমানের ছেলে। সে এখানে ভাড়াতে মাটি উত্তোলন করতে এসেছিল।
তবে যারা তাকে ভাড়া করে এনেছে অজ্ঞাত কারনে তারা ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেছে।
সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে গাংনী উপজেলা নির্বাহি কমিশনার (ভূমি) নূরে আলম সিদ্দিকী বলেন, আমরা যাকে স্পটে পেয়েছি তাকেই জরিমানার আওতায় এনেছি। আপনারা যদি এ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাহলে যতটুকো করছি সেটাও আর করব না।